দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 16 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

এ মাসের শেষদিকে সার্কুলার জারির সম্ভাবনা

শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি নিষিদ্ধ হচ্ছে

সালাহউদ্দীন বাবলু ॥ সারাদেশের সরকারী ও বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি এবং কোচিং সেন্টারে ক্লাস নেয়া শিগগিরই বন্ধ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে চলতি মাসের শেষদিকে একটি সার্কুলার জারি করা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। তবে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং বন্ধ করা হবে ধাপে ধাপে। প্রথম পর্যায়ে কেবল সরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি ও বাণিজ্যিক কোচিং সেন্টারে ক্লাস নেয়া নিষিদ্ধ করা হবে। সরকার প্রথমদিকে কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও আপাতত তা বন্ধ না করে বরং সেখানে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক ক্লাস নিতে বা কোনভাবে জড়িত থাকতে পারবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব শিক্ষকরা ইচ্ছা করলে স্ব স্ব

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি নিষিদ্ধ হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অবসর সময়ে নিজস্ব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোচিং ক্লাস নিতে পারবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বাইরে তারা কোথাও পড়াতে পারবেন না।

সরকারী শিক্ষকদের ওপর এই পদক্ষেপ কার্যকর হলে এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে এমপিওভুক্ত বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্যও অনুরূপ নির্দেশ জারি করা হবে। শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নের জন্য এবং শিক্ষকরা যাতে শ্রেণীকক্ষেই পুরো পাঠদানে বাধ্য হন সেজন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শিক্ষা সংস্কারে প্রফেসর ডঃ এম এ বারীর নেতৃত্বে যে কমিটি গঠন করেছিলেন সেই কমিটির সুপারিশেও শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি নিষিদ্ধ ও কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টারগুলোর কারণেই দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং সাম্প্রতিককালে এসএসসি, এইচএসসি ও দাখিল-আলীম পরীক্ষায় পাসের হারে ধস নেমেছে। ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউশনির অবাধ প্রসারে শিক্ষকরা আজকাল ক্লাসরুমে পড়ানই না। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নিয়মিত হাজির হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে যাদের পড়াশুনার সামর্থ্য নেই তারা কাঙ্ক্ষিত শিক্ষালাভে ব্যর্থ হয়ে ফেল করতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষকদের এই ক্লাস ফাঁকি রোধ করার জন্যই সম্প্রতি সকল শিক্ষককে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। এরই পরবর্তী ধাপ হিসেবে আসছে প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং ক্লাস নেয়া নিষিদ্ধের সার্কুলার। কারণ প্রাইভেট টিউশনি ও বাইরে কোচিং ক্লাস নেয়ার পথ উন্মুক্ত থাকলে একজন শিক্ষক ১০টা-৪টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজির থেকেও প্রয়োজনীয় ক্লাস নিতে বা ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ধারিত শিক্ষাদানে অবহেলা দেখাতে পারেন।

বাসে চড়ে দুপুর বেলা দু'এক ঘন্টার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজিরা দিয়েই শহরে প্রাইভেট পড়ানোর মূল আবাসস্থলে দ্রুত ফিরে আসেন। এভাবেই চলছে শিক্ষা খাতে প্রতিবছর সরকারের প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের শিক্ষা দান। এই সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকার ফসল হিসাবে বের হচ্ছে প্রতিবছর মাত্র ৪ লাখ এসএসসি ও দাখিল পাস ছাত্রছাত্রী এবং এইচএসসি ও আলীম পাস করে বেরুচ্ছে এর অর্ধেক অর্থাৎ সর্বমোট ২ লাখ ছাত্রছাত্রী। ফলে এইচএসসি স্তরকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরলে এ দেশের একজন ছাত্রের মাথাপিছু সরকারের বার্ষিক ব্যয় দাঁড়াচ্ছে পৌনে ৪ লাখ টাকা, যা বিশ্বের আর কোথাও নেই। এদিকে একজন সরকারী শিক্ষক কিংবা এমপিওভুক্ত বেসরকারী শিক্ষকের বেতনের বাইরে কারোই মাসিক আয় গড়ে ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকার কম নয়। মূল বেতনের চেয়ে তাদের প্রাইভেট টিউশনির আয়ই বেশী। এমনকি অংক, বিজ্ঞান ও ইংরেজীর শিক্ষকদের অনেকেই প্রাইভেট পড়িয়ে মাসে অর্ধলাখ টাকাও আয় করেন। তবে এজন্য তাদের একটি নামী-দামী স্কুল-কলেজের শিক্ষকতার খাতায় নাম থাকতে হয়। শিক্ষকতার এই সাইনবোর্ড ভাঙ্গিয়ে বেশুমার অর্থ রোজগারের পথ খোলা থাকায় এদেশের শিক্ষার মান ধ্বসে হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের সুফল সাধারণ জনগণ পাচ্ছে না। দেশেরও কোন লাভ হচ্ছে না। শিক্ষা হয়ে পড়েছে কেবল বড় বড় শহরকেন্দ্রিক বিত্তবান সন্তানদের এক দামী পণ্যে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম বলেছেন, ইদানীং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা এক প্রকার বন্ধই হয়ে গেছে। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে পড়াতে মোটেই আগ্রহী নন। তারা ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করার জন্য ক্লাসে একটু 'হিন্টস' বা ঈষৎ আভাস দিয়ে আর একগাধা হোমটাস্ক দিয়েই চলে যান। বিস্তারিত জানার জন্য শিক্ষকরা বাসায় কিংবা কোচিং সেন্টারে যোগাযোগের পরামর্শ দেন এবং সেখানে মোটা অর্থে নোট বিক্রি করেন। অপরদিকে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকাল ৯টা বা ১০টার মধ্যে শিক্ষকদের আসার কথা, সেখানে তারা ১১টা-১২টার আগে আসেন না এবং দুপুর ১টা বা ২টার পরে আর কেউ থাকতে চান না। প্রতিদিন ভোর, সকাল-বিকাল, সন্ধ্যা ও রাতে ৫/৬টি ব্যাচে প্রাইভেট পড়ানোর জন্যই তাদের এটি করতে হয়। এজন্য অনেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী ক্লাস রুটিন সাজাতে বাধ্য করেন। বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন কেবল প্রাইভেট টিউশনী যোগাড়ের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু হাই স্কুল বা কলেজই নয়, প্রাথমিক স্কুলের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও প্রাইভেট পড়তে হচ্ছে। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন আর শিক্ষার পরিবেশ নেই। এ অবস্থায় কছ শিক্ষক নিয়মিত তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও হাজির হন না। সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন এবং মাস শেষে বেতন তুলতে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজির হন। বিশেষ করে শহরগুলোর বাইরে এই অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। গ্রামের দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রাইভেট পড়ার অর্থ যোগাড় করতে পারে না বলে শিক্ষকরা আজকাল গ্রামে থাকতে চান না। তারা বাস করতে চান শহরে। সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদেরও রাজধানী কিংবা বিভাগীয় শহরের বাইরে বদলি করা হলে তারা সেখানে অনেকেই থাকেন না। আবার অনেকেই ২/৩ ঘন্টা